

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস প্রকল প্রচলিত আইন মতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই প্রকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

মৌলিক অধিকারের
সহিত অসমঞ্জস
আইন বাতিল

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত মতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

২৭। প্রকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

আইনের দৃষ্টিতে
সমানতা

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

ধর্ম প্রভৃতি কারণে
বৈষম্য

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বদিকে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-ভাঙার ক্ষেত্রে প্রকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

সরকারী নিয়োগভাঙে
সুযোগের সমতা

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-ভাঙার অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

- (ক) নাগরিকদের যে কোন অবস্থার অংশ
মহাশয় প্রকৃতকৃত্য কর্মে উপযুক্ত
প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে
তাহাদের অনুরোধে বিশেষ বিধান প্রণয়ন
করা হইতে,
- (খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে
উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়গত ব্যক্তিদের
জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান প্রণয়ন
যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,
- (গ) যে প্রকারের কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য
তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী
বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন প্রকারের
নিয়োগ বা পদ মধ্যমমে পুরুষ বা
নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে
রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

৩০। (১) রাষ্ট্র কোন উপাধি, সম্মান বা ভূষণ
প্রদান করিবে না।

উপাধি, সম্মান ও
ভূষণের
বিলোপসম্বন্ধ

(২) রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন
নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে
কোন উপাধি, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ
করিবে না।

(৩) সাহসিকতার জন্য পুরস্কার কিংবা আকাশমৌলি
বিশিষ্টতা দান হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই
রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী
ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে
অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে
বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাধের ব্যক্তির অধিষ্টিত
অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যক্তি এজন্য
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, মহাশয় কোন
ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, মুনাম বা সম্মতির
হানি ঘটে।

আইনের আশ্রয়লাভের
অধিকার

৩২। আইনানুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও ব্যক্তি-
স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা
মাইবে না।

জীবন ও
ব্যক্তি-স্বাধীনতার
অধিকার-রক্ষণ

৩৩। (১) কোন প্রেক্ষারকৃত ব্যক্তিকে প্রেক্ষারের

কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মসম্মতমতের অবিকার হইতে রক্ষিত করা যাইবে না।

গ্রেপ্তার ও আটক
সমর্থে রক্ষাকর্তা

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চক্ষিণ ঘন্টার মধ্যে (তাঁহাকে আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যক্তিকে) আদালতে হাজির করা হইবে এবং আদালতের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে উদ্ভিন্নকৃত কাল আটক রাখা যাইবে না।

(৩) কোন বিদেশী শক্তির ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত দফাদ্বয়ের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৩৪। (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-প্রদান নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

জবরদস্তি-প্রদান
নিষিদ্ধকরণ

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক প্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

- (ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা
- (খ) জন্মানের উদ্দেশ্যপ্রাধিকার আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

৩৫। (১) অপরাধের দায়মুক্ত কর্মসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গা করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

বিচার ও দণ্ড
সমর্থে রক্ষা

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিক বার ফৌজদারীতে মোপদর্ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারমাজের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তিকে মদুনা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা নাজুলাকর দণ্ড দেওয়া

আইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সন্মুক্ত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত মুক্তি সঙ্কাত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে বাংলাদেশের সমগ্র জাতি চলাফেরা, ইহার যে কোন ক্ষেত্রে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

চলাফেরার স্বাধীনতা

৩৭। জনস্বার্থ বা জনস্বার্থের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত মুক্তিসঙ্কাত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাসমারোহ যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সমাবেশের স্বাধীনতা

৩৮। জনস্বার্থ ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত মুক্তিসঙ্কাত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে;

সংগঠনের স্বাধীনতা

তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনস্বার্থ, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদানত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত মুক্তিসঙ্কাত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(৬) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাবানিশ্বেদ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন মাপকাঠি নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ মাপকাঠি সম্বন্ধে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসম্মত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইনসম্মত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

- ৪১। (১) আইন, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা-সাধন
(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;
(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্মুদায় ও উপ-সম্মুদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

(২) কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাপ্রহর কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাবানিশ্বেদ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্মতি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিনি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্মতি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বা দখল করা মাষ্টবে না।

সম্মতির অধিকার

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রদত্ত আইনে প্রতিপূরণসহ বা বিনা প্রতিপূরণে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে প্রতিপূরণের বিধান করা হইলে তাহার পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা অনুরূপ প্রতিপূরণ নির্ময় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে প্রতিপূরণের বিধান করা হয় নাই বলিয়া কিংবা প্রতিপূরণের বিধান অপরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্বন্ধে কোন আদানতে কোন প্রথা-উত্থাপন করা মাষ্টবে না।

৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত মুক্তিসংঘাত বাহ্যনিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

গৃহ ও যোগাযোগের
রক্ষণ

- (ক) প্রবেশ, তত্ত্বাণী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তান্যতর অধিকার থাকিবে; এবং
- (খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে।

৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বনবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা-অনুমায়ী সুপ্রীম কোর্টের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

মৌলিক অধিকার
বনবৎ করণ

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।

৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্বন্ধিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের মধ্যমখ্য কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খনারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

শৃঙ্খলামূলক
আইনের ক্ষেত্রে
অধিকারের পরিবর্তন

৪৬। এই ভাগের পূর্ববর্তিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।

দায়মুক্তি-বিধানের
ক্ষমতা

৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি সম্মতভাবে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটির কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, অথবা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসঙ্গত কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না :

কতিপয় আইনের
হেফাজত

- (ক) কোন সম্মতি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্মতির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা ;
- (খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ ;
- (গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) বেতন ও স্টকের মানিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ;
- (ঘ) অনিচ্ছাপূর্ব্ব বা অনিচ্ছা তৈরী অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিনোদ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ;
- (ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতা বা সম্পূর্ণতা পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ চালনা ; অথবা
- (চ) যে কোন সম্মতির দ্বারা কিংবা দেশ, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মানিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ।

(২) এই সংবিধানে সাহা অন্য হইয়াছে, অথবা

সত্ত্বেও প্রথম ভূমতিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বর্নবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্ব সাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নহি, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত সংঙ্গত বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইন বা বিধানকে সংসদের আইন-দ্বারা পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না, তবে সংসদের মেম্বার আইনের জন্য আনীত কোন বিলে যদি এমন কোন বিধান থাকে কিংবা তাহার এমন কোন কার্যকরতা থাকে, যাহার ফলে কোন মঙ্গতি হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হন, কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক দেয়া কোন প্রতিশ্রুতের পরিমার্শবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে অনুরূপ বিন সংসদের মোটে সদস্য-সংখ্যার অনূ্যন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত না হইলে সঙ্গতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না ।

